গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-০১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

পত্র সংখ্যা-৪৬.০০.০০০০.০৪৬.২৬.৪৮৭.২০১২ (অংশ-৩)-৫৬৯ তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪২৮। / ৩০ সেপ্টেম্ব ২০২১।

বিষয়: মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

সূত্র: ১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পত্র সংখ্যা-৫৮.০২.০০০০.০০৭.০৬.০০৭.১৫-১০০০, তারিখ: ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২১।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে 'মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী এ সাথে প্রেরণ করা হলো। উক্ত সভার কার্যবিবরণীর ৮ নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় মাদকবিরোধী জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অগ্রগতি এজেন্ডা হিসাবে রাখার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: সভার কার্যবিবরণী ০৫ পাতা।

মমতাজ বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ০২২২৩৩৮২২৪৭
E-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd

১। চেয়ারম্যান (সকল),--------------- উপজেলা,-------------------- জেলা।

২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ------------------------ উপজেলা, ------------------- জেলা।

অনুলিপি :

১। জেলা প্রশাসক (সকল),--- জেলা।
২। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ(পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

অতি জরুরি

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সমন্বয় ও কাউন্সিল শাখা

বিষয় : মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫২.০২.০০০০.০০৭.০৬.০০৭.১৫-১০৮০, তারিখ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সূত্রোস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণীর ০৮ নং সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০৩ অক্টোবর ২০২১ তারিখের মধ্যে নিকষ ফন্টে হার্ডকপি এবং সফটকপি ই-মেইল (councillgd@lgd.gov.bd) মাধ্যমে আবশ্যিকভাবে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
সংযুক্তি: বর্ণনামতে .... ফর্দ।

৩০/০৯/২০২১

পিন্টু বেপারী
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪৫৪১৫
ই-মেইল: councillgd@lgd.gov.bd

০১. উপসচিব
সিটি কর্পোরেশন-১/২ শাখা/জেলা পরিষদ শাখা/ পৌর-১/২ শাখা/উপজেলা-২ শাখা,
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

০২. সিনিয়র সহকারী সচিব,
উপজেলা-১ শাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
২. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

ইউ.ও.নোট নং-৪৬.০০.০০০০.০৩৮.০১৬.০৭৭.২০১৫(অংশ-১)-২২৩

তারিখ: ৩০/০৯/২০২১

G/uo Note

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
website: www.dnc.gov.bd,Email: dgdncbd@gmail.com

স্মারক নম্বর : ৫৮.০২.০০০০.০০৭.০৬.০০৭.১৫-১০০০ তারিখ : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২১।

বিষয় : মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র : ০১। গত ২৬/০২/২০২০ তারিখে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৩য় সভার কার্যবিবরণী।
০২। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর ১১/০৩/২০২১ তারিখের ৫৮.০২.০০০০.০০৭.০৬.০০৭.১৫-২৪৪ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে **'মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটি'**র ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের জন্য ০২ নং সূত্রস্থ পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তী সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই অগ্রগতি প্রতিবেদন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় হতে এখনও অগ্রগতি প্রতিবেদন না পাওয়ায় পরবর্তী সভা আহ্বান করা সম্ভব হচ্ছে না।

০২। এমতাবস্থায়, উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সুনির্দিষ্ট করে দেয়ার জন্যও বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

০৯/০৯/২০২১

সংযুক্ত : বর্ণনামতে ০৪ (চার) পাতা।

(মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল পিএএ)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন : ০২-৪৮ ৩২ ২১ ৮৫।

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সচিব, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালি, ঢাকা।
১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।
১৭. জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
১৮. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৯. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২০. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
২১. মহাপরিচালক, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
২২. মহাপরিচালক, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২৩. মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২৪. মহাপরিচালক, শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।
২৫. চেয়ারম্যান, জাতীয় পাঠ্যপুস্তক ও কারিকুলাম বোর্ড, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
২৬. পরিচালক (প্রশাসন/চিকিৎসা ও পুনর্বাসন), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর
১) অতিরিক্ত সচিব ১) প্রশাসন
২) মহাপরিচালক ২) নগর উন্নয়ন
৩) যুগ্মসচিব ৩) উন্নয়ন
৪) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) ৪) পানি সরবরাহ (পাস)
৫) উপজেলা অধিশাখা
৬) ইউপি অধিশাখা
৭) অডিট অধিশাখা
৮) আইন অধিশাখা
ডাইরি নম্বর:
তারিখ: ২১/৯/২১

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. মহাপরিচালক ও সদস্য সচিব, স্ট্র্যাটেজিক কমিটি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (মাদক অনুবিভাগ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৪. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ডায়েরি নং ২৪৩ তারিখ ২১/৯/২১
উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
(প্রশাসন-১/প্রশাসন-২/...)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
ই-মেইল- dgdncbd@gmail.com, Website : www.dnc.gov.bd

মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভাপতি : মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভার তারিখ : ০৯ নভেম্বর, ২০১৬
সভার সময় : সকাল ১১.০০ মিনিট।
স্থান : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক'-তে দেখানো হলো।

সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতঃপর তিনি কমিটির সদস্য সচিব মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমানকে সভায় আলোচিতব্য বিষয়াদি উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। খন্দকার রাকিবুর রহমান সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধকল্পে ০৩টি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে শিক্ষা সচিবকে আহ্বায়ক করে ০৮(আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিকে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা স্ট্র্যাটেজিক কমিটির নিকট পেশ করার জন্য বলা হয়েছে। উক্ত কমিটির ২য় সভা আজ হচ্ছে। এ বিষয়ে গত ১৩/১০/২০১৫ তারিখে তৎকালীন শিক্ষা সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করা হয়েছিল। ঐ সভায় বিষয়টি আরও গভীরভাবে পর্যালোচনা করার পরামর্শ দেয়া হয়। তিনি সভাকে জানান যে, মাদকাসক্তি সারা বিশ্বেই একটি অন্যতম প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও এ সমস্যা ক্রমশঃ প্রকটতর হচ্ছে। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এ বিষয়ে প্রচার প্রচারণা কি ধরণের হওয়া উচিত এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর/সংস্থা, জনপ্রতিনিধি, মাদকাসক্তি চিকিৎসক, সাইকোলজিস্ট, সাইকোথেরাপিস্ট, মনোবিজ্ঞানী, গবেষক, মাদকাসক্তি চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রের পরিচালক, শিক্ষক, এনফোর্সমেন্ট পারসোনেল, সাংবাদিক, খেলোয়াড়, সংস্কৃতিকর্মী, সমাজকর্মী ও এন.জি.ও.কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে প্রায় বছরব্যাপী সভা সেমিনার, ওয়ার্কশপ, মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় টকশো এবং জনগণের মতামত পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর তিনি সভাপতির অনুমতিক্রমে সভায় কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভাপতি কার্যপত্রের উপর সদস্যগণকে আলোচনা করার জন্য আহ্বান জানান। তৎপ্রেক্ষিতে কমিটির সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ স্ট্র্যাটেজিক কমিটি বরাবরে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ক্রঃ নং	বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়ন
০১	মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পারিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণকে মাদকাসক্তি হতে মুক্ত রাখা।	ক) বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন এবং মাদকবিরোধী কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে কমিটিকে কার্যকর করতে হবে; খ) পাঠ্যপুস্তকে মাদকদ্রব্যের অপকারিতা সম্পর্কে যে পাঠক্রম আছে কারিক্যুলাম বিশেষজ্ঞ এবং মাদকাসক্তি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে এটি হালনাগাদ করতে হবে; গ) মাদকবিরোধী কার্যক্রমকে Extra Curricular Activites এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং মাদক পরিহারে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতর্ক/সেমিনার/আলোচনা সভা/অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে; ঘ) প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ ১ জন শিক্ষককে মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে পাঠদানে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ গাইড তৈরী করা যেতে পারে; ঙ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কোর্সে মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অন্ততঃ একটি সেশন রাখা যেতে পারে; চ) মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরী করতে হবে এবং ই-লার্নিং প্লাটফর্ম গঠন করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা যেতে পারে;	শিক্ষা মন্ত্রণালয় /ইউজিসি/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর /কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

ক্র.নং	বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়ন
০২	মাদকাসক্তি পরিহার ও মাদকাসক্তি নিরাময়ের উপায় সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টি।	ক) মাদকবিরোধী কার্যক্রমের কভারেজ বৃদ্ধির জন্য দেশের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসমূহকে মাদকবিরোধী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে; i) ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সপ্তাহে ১৫-৩০ মিনিটের মাদকবিরোধী অনুষ্ঠান প্রচার করা যায়; ii) সংবাদপত্রের একটি নির্দিষ্ট পাতায় সপ্তাহের একটি নির্ধারিত দিনে মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকার বা মাদকাসক্তি থেকে বেরিয়ে আসার উপায় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা যায়; খ)) সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থা যেমন- যুব ও ক্রীড়া, সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শিক্ষা, প্রাণীসম্পদ, তথ্য, ধর্ম প্রভৃতি মন্ত্রণলয়/সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সে মাদকের ক্ষতিকর দিক ও মাদক থেকে দুরে থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করতে হবে; গ) সিনেমা হলে মাদকবিরোধী TVC/শ্লোগানধর্মী বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে; ঘ) মোবাইল ভ্যানযোগে বিভিন্ন ক্লাব, সমিতি, সংগঠন, এন.জি.ও. অফিস, পাঠাগার, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, হাটবাজার প্রভৃতি স্থানে মাদকবিরোধী প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা যায়; ঙ) লঞ্চ, জাহাজ, বাস ট্রেন প্রভৃতি গণপরিবহনে মাদকবিরোধী স্টিকার লাগানো যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ফেরীঘাট, রেলস্টেশন, বাসস্টেশনসহ গুরুত্বপূর্ণ Public Place -এ মাদকবিরোধী বিলবোর্ড, ব্যানার স্থাপন করা যায়। চ) খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। খেলার মাঠ, পার্ক, উন্মুক্ত জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে; ছ) ক্লাব, সমিতি, সংগঠনের মাধ্যমে সুকুমার বৃত্তির চর্চা ও সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ অব্যাহত রাখতে হবে;	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়/ নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয়/ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
০৩	মাদকবিরোধী কার্যক্রমে এন.জি.ও.দের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি করা।	মাদকবিরোধী কার্যক্রমকে আরও বেগবান ও গতিশীল করার জন্য এন.জি.ও.দের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। এন.জি.ও.দের কার্যক্রমে মাদকবিরোধী কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।	এন.জি.ও. বিষয়ক ব্যুরো।
০৪	মাদকাসক্তি চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করা।	ক) দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মাদকাসক্তি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে; খ)এম.বি.বি.এস. এর কারিক্যুলামে মাদকাসক্তির অধ্যায় যুক্ত করতে হবে। মাদকাসক্তি চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় কাউন্সিলর, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও সাইক্রিয়াট্রিস্টের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চিকিৎসক হিসেবে মাদকের কুফল সম্পর্কে রোগীদেরকে কাউন্সেলিং করার বিষয়ে ইন্টার্নি চিকিৎসকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে; গ) বিভাগীয় পর্যায়ে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বেসরকারি খাতকে এ সেক্টরে এগিয়ে আসার জন্য প্রণোদনা দিতে হবে; ঘ) ইন্টার্নী চিকিৎসকদেরকে মাদকাসক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে; ঙ) শিশু মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে; চ) কারাগারে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে;	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/ শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৫	জেলা তথ্য বাতায়নে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা।	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রমের তথ্য জেলা তথ্য বাতায়নে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;	জেলা প্রশাসক (সকল)
০৬	মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণায় ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতিফলন।	ক) মাঠ পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা এবং মসজিদের ইমামগণকে মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; খ) জুমআর নামাজের খুৎবার পূর্বে ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে মাদকের অপব্যবহার সম্পর্কে মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে নিয়মিত বয়ানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; গ) ইমামদেরকে প্রদেয় প্রশিক্ষণ সিলেবাসে 'মাদকের কুফল সম্পর্কে প্রচারণা' অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; ঘ) মন্দির, গীর্জা এবং অন্যান্য উপাসনালয়কেও একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাতে হবে;	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ ইসলামিক ফাউন্ডেশন
০৭	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য	ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে; খ) মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একইভাবে অন্যান্য দপ্তরের বাজেট	অর্থ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়

১৮	মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণায় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণ।	ক) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা , জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় মাদকবিরোধী জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অগ্রগতি এজেন্ডা হিসেবে রাখা যেতে পারে; খ) এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মাদকবিরোধী বিলবোর্ড//ব্যানার টানানো যেতে পারে; গ) সম্মানিত সংসদ সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকার মাদকবিরোধী প্রচারণা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকতে পারেন;	স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১৯	দেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত মাদকবিরোধী কার্যক্রম সমন্বিত করা।	দেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত মাদকবিরোধী উল্লিখিত কার্যক্রম সমন্বয় করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ ০৩টি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়: ক) <u>জাতীয় পর্যায়:</u> ১. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর - সভাপতি ২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি - সদস্য ৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি - সদস্য ৪. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি - সদস্য ৫. সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি - সদস্য ৬. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি - সদস্য ৭. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি - সদস্য ৮. তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি - সদস্য ৯. স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি - সদস্য ১০. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রতিনিধি - সদস্য এ কমিটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করবেন; খ) <u>বিভাগীয় পর্যায়:</u> ১. অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার - সভাপতি ২. পরিচালক/উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর - সদস্য ৩. বিভাগীয় কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর - সদস্য ৪. বিভাগীয় কর্মকর্তা, পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর - সদস্য ৫. বিভাগীয় কর্মকর্তা, সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর - সদস্য ৬. বিভাগীয় কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর - সদস্য ৭. বিভাগীয় কর্মকর্তা, ক্রীড়া অধিদপ্তর - সদস্য ৮. বিভাগীয় কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর - সদস্য ৯. বিভাগীয় কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর - সদস্য ১০. বিভাগীয় কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য ১১. বিভাগীয় কর্মকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন - সদস্য ১২. বিভাগীয় কর্মকর্তা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো - সদস্য ১৩. অতিরিক্ত পরিচালক/উপপরিচালক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-সদস্য সচিব গ) <u>জেলা পর্যায়:</u> ১. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) - সভাপতি ২. জেলা কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর- সদস্য ৩. জেলা কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর - সদস্য ৪. জেলা কর্মকর্তা, পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর - সদস্য ৫. জেলা কর্মকর্তা, সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর - সদস্য ৬. জেলা কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর - সদস্য ৭. জেলা কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর - সদস্য ৮. জেলা কর্মকর্তা, শিল্পকলা একাডেমি - সদস্য ৯. জেলা কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর - সদস্য ১০. জেলা কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য ১১. জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা - সদস্য ১২. জেলা কর্মকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন - সদস্য ১৩. জেলা কর্মকর্তা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো - সদস্য	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

		ঘ) উপজেলা পর্যায়: ১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার - সভাপতি ২. উপজেলা কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর- সদস্য ৩. উপজেলা কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর - সদস্য ৪. উপজেলা কর্মকর্তা, পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর - সদস্য ৫. উপজেলা কর্মকর্তা, সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর - সদস্য ৬. উপজেলা কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর -সদস্য ৭. উপজেলা কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর - সদস্য ৮. উপজেলা কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য ৯. সহকারীপরিচালক/পরিদর্শক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-সদস্য সচিব উল্লিখিত কমিটিসমূহ প্রতি ০২(দুই) মাসে একটি সভায় মিলিত হবে।

সভাপতি বলেন যে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বর্তমান মহাপরিচালকের নেতৃত্বে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছে এ কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে দেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অতঃপর সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৪/১১/২৪

(খন্দকার রাকিবুর রহমান)
মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
ও
সদস্য সচিব
মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক
আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটি।

১৪.১১.২০২৪

(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক
আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটি।